বাংলাদেশে গৃহশ্রমিকদের কর্মক্ষেত্র পরিস্থিতি ও নির্যাতন: ২০১৯ সালের প্রতিবেদন

ভূমিকা:

ঢাকাসহ সারাদেশে যারা গৃহকর্মী হিসাবে কাজ করে তাদের ৯০ ভাগেরও বেশি নারী। বিশেষজ্ঞদের মতে এই সমস্ত শ্রমিকরা কাজ করলেও তাদের ন্যূনতম অধিকারটা তারা পান না। গৃহকর্মে নিয়োজিত শ্রমিকদের চোখ বুঁজে অনেক নির্যাতন সহ্য করতে হয়। বাংলাদেশের রাজধানীসহ শহরতলীতে গৃহকর্মী অগণিত। যে বয়সে এই সব শিশুদের খেলাধুলা করা আর বইপুস্তক হাতে নিয়ে স্কুলে যাওয়ার কথা যে বয়েসে শুধু জীবিকার জন্য বিপুলসংখ্যক শিশু পারিবারিক অচ্ছলতার কারনে বাসাবাড়িতে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। এদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি অপ্রাপ্তবয়স্ক বা ১৮ বছরের নীচে। জরিপে দেখা গেছে যারা হত্যা, ধর্ষন, নির্যাতনের শিকার হয় তাদের অধিকাংশের বয়স ১৩ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে। তার পরেই রয়েছে সাত থেকে বার বছরের শিশুরা। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জাতীয় শিশু শ্রম জরিপ ২০০৩ সালের তথ্য অনুযায়ী গৃহকর্মে নিয়োজিত মোট শিশু শ্রমিক হচ্ছে (৫-১৭ বছর) ১ লাখ ২৫ হাজার। লেবার ফোর্স সার্ভে ২০০৬ এর তথ্য অনুযায়ী আমাদের দেশে গৃহ কর্মে নিয়োজিত মোট শ্রমিক ৩,৩১,০০০ জন (১৫ বছরের উপরে)। ধারণা করা হয়, ১০ বছর পর গৃহশ্রমিকদের এই সংখ্যাটা আরও বেড়ে প্রায় ২৫ লাখ ছাড়িয়েছে। আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা (আইএলও)- এর হিসাব মতে দেশে শিশু গৃহশ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৪ লাখ ২০ হাজার এবং এদের মধ্যে ৮৩ শতাংশই মেয়ে শিশু। গৃহকর্মে নিয়োজিত শ্রমিকদের 'বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬' এর আওতা বহির্ভুত রাখায় এই বিপুল সংখ্যক শ্রমিকদের মানবিক অধিকার, শোভন কর্মপরিবেশ, ন্যায্য মজুরি, সামাজিক সুরক্ষা ও সংগঠিত হওয়ার অধিকার প্রতিনিয়ত লংঘিত হচ্ছে এবং তাদের শারীরিক-মানসিক হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৫-১৬ সালের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী গৃহস্থালী কাজের সাথে জড়িত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ১০ লাখ ৬৯ হাজার। যার মধ্যে শতকরা ৮০% নারী ও প্রায় ২০% পুরুষ গৃহস্থালি কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। জরিপ অনুযায়ী এদের মধ্যে ৬৯.৬% শ্রমিক শহর অঞ্চলে এবং প্রায় ৩৭.৩% শ্রমিক গ্রামাঞ্চলে কাজ করে। শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৬-১৭ এর তথ্য অনুযায়ী দেশে গৃহস্থালি কাজের সাথে জড়িত মোট শ্রমিক সংখ্যা প্রায় ১৩ লাখ।

২০১৯ সালের পরিসংখ্যান তুলনামূলক পর্যালোচনা:

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ লেবার স্টাডিজ- বিল্‌স এর হিসাব বলছে, গত ২০১৯ সালে (জানু- ডিসেম্বর) মাসে মোট ৫১ জন গৃহকর্মী নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছে। তাদের মধ্যে ১৭ জন নিহত হয়েছে। ধর্ষণের শিকার হয়েছে ১৯ জন।

Global Affairs Canada Affaires mondiales Canada

এছাড়া শারীরিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে চরমভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছে ৬ জন, নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে ১ জন, তীব্র মানসিক নির্যাতনের শিকার ৭ জন এবং নিখোঁজ ১ জন। এর ছাড়া ২০১৯ সালে বিভিন্ন দূর্ঘটনার (যেমন অগ্নিকান্ড, বহুতল বভনের ছাদ থেকে পড়ে, সড়ক দূর্ঘটনা) মাধ্যমে ৫ জন গৃহকর্মী নিহত হয়েছে। এইসব ঘটনার পর সংশিষ্ট থানায় অপমৃত্যু মামলা করা হয়েছে।

ঢাকাসহ সারাদেশে যারা গৃহকর্মী হিসাবে কাজ করে তাদের ৯৫ ভাগেরও বেশি নারী। বিল্‌স এর জরিপে দেখা গেছে যার হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণের শিকার হয়েছেন তাদের অধিকাংশের বয়স ২১ থেকে ৩১ বছরের মধ্যে।

বিল্‌স এর এই হিসাব দেশের সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তির উপর নির্ভর করে করা কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ। কারন অনেক নির্যাতনের ঘটনায় অর্থ ও চাপের মুখে সমঝোতা করা হয়। গৃহকর্মী বা তাদের পরিবারের সদস্য অর্থনৈতিকভাবে দূবর্ল হওয়ার কারনে মামলা মকদ্দামায় যেতে চান না বা যেতে সাহন পান না। প্রভাবশীলরা অনেক নির্যাতনের ঘটনা ধামাচাপা দিয়ে ফেলেন।

২০১৯ সালের মার্চ মাসে আইএলও বাংলাদেশের গৃহকর্মীদের নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে তাতে বলা হয়, যারা বাসাবাড়িতে সার্বক্ষণিক গৃহকর্মী হিসাবে কাজ করেন তাদের শতকরা ১৩ ভাগ শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন। মানসিক নির্যাতনের শিকার হন ২৬ ভাগ। যৌন নির্যাতনের শিকার হন তিনভাগ। আর মৌখিক নির্যাতনের শিকার হন শতকরা ৪৮ ভাগ। প্রতিবেদন অনুযায়ী রাতে ঘুমোনার সময় ৬৬ ভাগ গৃহকর্মীই নিজেদের নিরাপদ মনে করেন না।

২০১৯ সালে গৃহকর্মী নির্যাতনের কিছু উদাহরণ:

১. আনুমানিক আট বছরের শিশু হেনা। সারাশরীরে আঘাতের চিহ্ন। দুই চোখের নিচ, পুরো মুখমন্ডল, গলা, ঘাড়, হাত-পা সর্বত্রই নির্মমতার চিহ্ন দগদগ করছে। হাড়জিরজিরে শরীরই বলে দেয় খাবার জোটেনি কতদিন। রাজধানীর শাহজাহানপুরের ফুটপাতে পড়েছিল শিশুটি। সে বলেছে একটি বাড়িতে কাজ করত। কাজ পারত না বলেই গৃহকর্ত্রী তার ওপর নির্যাতন চালাত। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরেই ওই বাড়ি থেকে পালিয়েছে সে। তবে কোথায় কাজ করত বা মালিকের নাম কোনো তথ্যই জানাতে পারেনি শিশু হেনা। তার বাবার নাম মো. সালাম। বাড়ি হবিগঞ্জ।

২. অভাবের তাড়নায় রাজধানীর বনশ্রীর একটি বাসায় কাজ করতে এসেছিল ১২ বছরের শিশু হাওয়া। হাওয়ার বাবা শুনু মিয়া কিশোরগঞ্জের তাড়াইল উপজেলার নগরকুল গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে তাকে ওই বাসায় দিয়ে যান। নিজেকে মানবাধিকার কর্মী পরিচয় দেওয়া শরীফ চৌধুরীর বাসায়ও নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েছিল শিশু হাওয়া। গৃহকর্ত্রী নাইমা তার ওপর চালিয়েছিল অমানবিক নির্যাতন। শরীরে চটের বস্তা জড়িয়ে তাকে মারধর করত। অনবরত নির্যাতনে তার শরীর কঙ্কালসার হয়ে যায়। প্রতিবেশীদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে শিশুটিকে উদ্ধার করে ঢামেক হাসপাতালে ভর্তি করে পুলিশ।

৩. রাজধানীর মোহাম্মদপুরে এক শিশু গৃহকর্মীর মৃত্যু নিয়ে রহস্যের সৃষ্টি হয়। মেয়েটির নাম জান্নাতী। বয়স মাত্র ১২ বছর। পুলিশ জানায়, জান্নাতী যে বাসায় কাজ করত সেটি পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী সাঈদ আহমেদের। চাকরি সূত্রে সাঈদ যখন বগুড়ায় ছিলেন, তখন জান্নাতী ওই বাড়িতে কাজ নেয়। সে সময় জান্নাতীর বয়স ছিল ৮ বছর। এরপর সাঈদের পরিবার ঢাকায় চলে এলে জান্নাতীও তাদের সঙ্গে ঢাকায় আসে এবং মোহাম্মদপুরের স্যার সৈয়দ রোডের ৬/৫/এ নম্বর ভবনের একতলায় পরিবার নিয়ে

Global Affairs Canada Affaires mondiales Canada helloTask redorange media and communications UCEP OXFAM

থাকেন। জান্নাতীর বাবা জানু মোল্লা বলেন, ঘটনার দিন ভোরে ফোনে তাকে জানানো হয় তার মেয়ে অসুস্থ। দেখতে চাইলে যেন তাড়াতাড়ি ঢাকায় আসেন। খবর পেয়ে ঢাকায় এসে দেখেন মেয়ে মারা গেছে। তিনি বলেন, তার মেয়ের গায়ে তিনি অনেক দাগ দেখেছেন। মেয়েটিকে নির্যাতন করে মেরে ফেলা হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন। শিশুটির শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের প্রধান সেলিম রেজা বলেন, ভোঁতা কিছু দিয়ে আঘতের ফলে অভ্যন্তরীয় রক্তক্ষরণে শিশুটির মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। মোহাম্মদপুর থানার ওসি জি জি বিশ্বাস বলেন, সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজ থেকে ফোনে জানানো হয়– এক দম্পতি একটি মেয়েকে মৃত অবস্থায় জরুরি বিভাগে নিয়ে এসেছেন। পরে পুলিশ হাসপাতালে গিয়ে সুরতহাল করে ও ময়নাতদন্ত করতে বলে।

৪. রাজধানীর মিরপুর-২ নম্বরের (ব্লক-এ, রোড ২) ৯ নম্বর বাসা থেকে এক বৃদ্ধা (৭০) ও গৃহকর্মী সুমির (১৪) মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ভবনের ৪তলা থেকে মরদেহ দুটি উদ্ধার করা হয়। ডিএমপি'র মিরপুর বিভাগের উপ-কমিশনার মোস্তাক আহমেদ জানান, সুমি ও গৃহকর্ত্রী সাহেদা বেগম ওই বাসায় থাকতেন। তার একটি পালক পুত্র আছে। সেই মাঝেমধ্যে বৃদ্ধার কাছে আসতেন। গৃহকর্মী সুমীর খালার বরাত দিয়ে মোস্তাক আহমেদ আরো জানান, সুমির খোঁজ নিতে তার খালা ওই বাসায় যান। তিনি দরজা খোলা দেখতে পেয়ে ভেতরে ঢুকে দু'জনকে পড়ে থাকতে দেখেন। পরে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে তাদেরকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে।

৫. রাজধানীর ১৬১/১ পশ্চিম নাখালপাড়ার এক কিশোরী গৃহকর্মীকে ধর্ষনের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ধর্ষণের অভিযোগে বেসরকারি একটি ব্যাংকের কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করে তেজগাঁও থানা পুলিশ। গ্রেফতার ওই কর্মকর্তার নাম শিবলী সাদিক। এ ব্যাপারে ওই কিশোরী বাদী হয়ে থানায় মামলা করেছেন। তেজগাঁও থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সেন্টু মিয়া জানান, ১৬১/১ পশ্চিম নাখালপাড়ার ব্যাংক কর্মকর্তা শিবলী সাদিকের বাসায় গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করতেন ১৫ বছর বয়সী এক কিশোরী। কিশোরীর অভিযোগ, শিবলী সাদিক তাকে ধর্ষণ করেন। এরপর তাকে ওই বাসায় আটকে রাখেন। পরে ওই কিশোরীর বাবাকে ডেকে ৬০ হাজার টাকায় রফা করেন। কিন্তু ওই কিশোরী তা মানতে রাজি হয়নি। সে থানায় এসে পুলিশকে জানায় এবং মামলা করে। মামলায় শিবলী সাদিক, তার বাবা এবং এক বন্ধুকে আসামি করা হয়। এরপর পুলিশ শিবলী সাদিককে গ্রেফতার করে।

<u>নির্যাতনের ঘটনাগুলোর অগ্রগতি পর্যালোচনা:</u>

প্রথম ঘটনায় স্থানীয়দের কাছে খবর পেয়ে পুলিশ শিশু হেনাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি করে এবং সে হাসপাতালের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে চিকিৎসাধীন ছিল। অত:পর হাসপাতাল থেকে শিশু হেনাকে তার বাবার কাছে তাকে হস্তান্তর করা হয়।

দ্বিতীয় ঘটনায় অগ্রগতি পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০১৯ সালের শেষের দিকে পুলিশ মানবধিকার কর্মী হিসাবে পরিচয় দেওয়া গৃহকর্তা শরীফ চৌধুরি ও গৃহকর্তী নাইমা পারভিনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

তৃতীয় ঘটনায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হিসাবে দেখা যায় যে, গৃহকর্তী রোকসনাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

চতুর্থ ঘটনায় থানায় পুলিশ বাদী হয়ে একটি মামলা করে এবং বিষয়টি সিআইডি তদন্ত করছে।

পঞ্চম ঘটনায় মামলাটি বিচারাধীন রয়েছে।

উপসংহারঃ

সরকার ২০১৫ সালে গৃহকর্মকে শ্রম হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যান নীতি-২০১৫'-এর খসড়া অনুমোদন করে। এই নীতিতে গৃহপরিচারিকাদের সুরক্ষা, কল্যান, অবকাশ, বিনোদন, ছুটিসহ সুষ্ঠু ও মর্যদাসম্পন্ন কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। উপরোক্ত নির্যাতনের ঘটনাগুলো পর্যালোচনার মাধ্যমে এই কথা বলা মোটেও অপ্রাসাঙ্গিক হবে না যে এই নীতিমালার কোন প্রয়োগ নেই। আমরা সকলেই চাই যে গৃহকর্মীদের উপর সকল অত্যাচার, নিপীড়ন ও নির্যাতনের অবসান হোক এই নীতিমালার সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে। গৃহকর্মী ও তাদের

পরিবারের সদস্যরা দরিদ্র হওয়ায় তারা মামলা মোকদ্দমায় যেতে চান না বা যেতে সাহস পান না। প্রভাবশালীরা অনেক নির্যাতনের ঘটনাই ধামাচাপা দিয়ে ফেলেন।

উপরোক্ত ঘটনাগুলোর গুলির আলোকে এটাই আমাদের সামনে দৃশ্যমান যে, অপরাধীরা ভয়ভীতি, হুমকি, এবং প্রলোভনের মাধ্যমে তাদের দ্বারা সংগঠিত অপরাধগুলির সুরাহা চায়। সুতরাং নির্যাতন, হুমকি ও ভয়ভীতি দেখিয়ে যাতে অপরাধীরা পার পেতে না পারে সেদিকে সরকার, মানবাধিকার সংগঠন সহ সকল শ্রেনীপেশার মানুষকে লক্ষ্য রাখতে হবে।